রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (আরভিটিসি)
৪৭৭, মেডিকেল রোড, জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সার সংক্ষেপ/প্রতিবেদন

রিহ্যাবিলিটেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (আরভিটিসি) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুঃস্থ ও গরীব যুব ডায়াবেটিক রোগীদের একটি পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান উদ্দেশ্য গরীব ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা। মূলত "A Diabetic must not die unfed, untreated or unemployed even if poor. " মরহুমের এই মহান উদ্দেশ্যকে রূপদানের লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৮ সনে জুরাইনে একটি বৃত্তিমুলক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRP) চালু করেন যেটিকে পরবর্তী কালে রিহ্যাবলিটেশন এন্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (আরভিটিসি)" নামকরণ করা হয়। সে সময় এ প্রকল্পে দু:স্থ ও দরিদ্র যুব পুরুষ ও মহিলা ডায়াবেটিক রোগীদের হস্তশিল্প, সেলাই ও বুনন, বাঁশ ও বেতের কাজ, কার্পেন্ট্রি, বেকারী ইত্যাদি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো যাতে উক্ত ডায়াবেটিকগণ সমাজে অর্থপূর্ণ ও সম্মানের সাথে জীবনযাপনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়।
পরবর্তীকালে BITAC ও BUET এর কারিগরি সহযোগিতায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ স্থাপন করা হয় যেখানে হাসপাতালে ব্যবহার্য হাসপাতাল বেডসহ অন্যান্য আসবাবপত্র, বাংলাদেশ পাট কল সংস্থার (BJMC) অধীনস্থ বিভিন্ন পাটকলের খুচরা যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করা হয়। ওয়ার্কসপটিকে আধুনিকায়ন করত: এর গুণগতমান ও পরিধি বৃদ্ধিকল্পে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল (বাংলাদেশ রোটারী ক্লাব অব মেট্রোপলিটান ঢাকা,) এর অনুদানে আধুনিক মেশিনারীজ সংযোজন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের ৬১টি অধিভূক্ত ডায়াবেটিক সমিতি থেকে সংগৃহিত ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সী দুঃস্থ ও গরীব যুব ডায়াবেটিকদের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে (বোর্ড অনুমোদিত) প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানে সহায়তা করা হয় যাতে তারা পরিবার ও সমাজের বোঝা না হয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।
গত ০৩ বছরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ:
২০১৬ সালে-৪১ জন
২০১৭ সালে- ৩২ জন
২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত ৪৩- জন এবং বর্তমনে প্রশিক্ষণরত ১২ জন

আরভিটিসিতে বোর্ড অনুমোদিত কোর্সগুলো হলো:
১) কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন
২) জেনারেল মেকানিক
৩) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং এবং
৪) বিউটিফিকেশন (পার্লার)

চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন কোর্সসমূহ:
১) জেনারেল ইলেকট্রিশিয়ান
২) গ্রাফিক ডিজাইন এবং
৩) প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং

এক একর জায়গায় উপর তিন তলা ভবনের নিচতলায় একটি অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস ও তৎসংলগ্ন ৬০০০ বর্গফুট আয়তনের একটি Steel structure shed-এ রয়েছে আরভিটিসি-র ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।
এ ওয়ার্কসপে পুনর্বাসিত যুব ডায়াবেটিকদের দ্বারা হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হাসপাতাল বেডসহ সব ধরনের হাসপাতাল সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। এসব হাসপাতাল সামগ্রী বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির হাসপাতাল সমূহে সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে উৎপাদিত জুট মিলের খুচরা যন্ত্রাংশ বিজেএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন জুট মিলে সরবরাহ করা হয়।
আরভিটিসি প্রিন্টিং প্রেস-এ বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিসহ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের মুদ্রণ কাজ করা হয়।
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ ও প্রিন্টিং প্রেস-এর উপার্জিত অর্থ দুঃস্থ ও গরীব যুব ডায়াবেটিকদের থাকা খাওয়াসহ ট্রেনিং ও পুনর্বাসন কাজে ব্যবহৃত হয়।
যুব ডায়াবেটিকদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এ মহতী প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।
আরভিটিসি'তে বর্তমানে ৪৬ জন স্টাফ কাজ করছেন। এর মধ্যে অফিস ও ডিজাইন শাখায় ১৪ জন এবং অন্যান্যরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাটাগরিতে কর্মরত। মাসিক বেতনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। গত ০৩ বছরের আয় ব্যয়ের খতিয়ান নিম্নরূপ:
গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রিন্টি প্রেসে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ:
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রিন্টিং প্রেসে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ:
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রেসে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ:

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ওয়ার্কসপে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ওয়ার্কসপে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ:
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ওয়ার্কসপে আয়:
এবং ব্যয়ের পরিমাণ:

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আরভিটিসির ওয়ার্কসপ ও প্রিন্টিং প্রেস পরিচালনার জন্য কোনোরূপ Working Capital নাই।
প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করে। তবে ২০১৩ সালে Working Capital হিসাবে Printing Press-এর অনুকূলে বাডাসের কর্পোরেট গ্যারিন্টিতে ২৫ লক্ষ টাকার Bank OD-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যা দিয়ে একটি প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় করা হয়; ফলে Working Capital-এর অভাব থেকেই যায়। আরভিটিসির নিজস্ব আয় থেকে সম্প্রতি একটি প্রিন্টিং মেশিন মাসিক কিস্তিতে ক্রয় করা হয়েছে যার মূল্য ভ্যাটট্যাক্সহ ২৮ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা। উক্ত প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় বাবদ আরও ৫লক্ষ টাকা অপরিশোধিত রয়েছে।

সমস্যাসমূহ:
১) আরভিটিসির নিজস্ব হাসপাতাল না থাকায় সাশ্রয়ী মূল্যে বারডেম থেকে আউটডোর চিকিৎসা সেবা পাওয়া গেলে স্টাফগণ উপকৃত হবে।
২) রোটারী ক্লাব অব মেট্রোপলিটন ঢাকা কর্তৃক অনুদানে প্রাপ্ত বিউটিশিয়ান ল্যাবটি বিআইএইচএস কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করার নির্দেশ থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকায় তা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই ল্যাবটি বারডেমে ১টি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে স্থানান্তর করা সম্ভব হলে অর্থ সাশ্রয় ও লাভবান হওয়া যেত।
৩) বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রিন্টিং কাজগুলো আরভিটিসির প্রেসে করানোর ব্যবস্থা করা গেলে আরভিটিসির আয় বৃদ্ধি পেত। এ বিষয়ে বাডাস কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা আবশ্যক।
৪) বর্তমানে প্রেসের জন্য ১টি লেমিনেশন মেশিন ও ১টি ডাই কাটিং মেশিন প্রয়োজন যার মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা। মেশিন ২টি অনুদানে সংগ্রহ করা গেলে ভাল হয়।
৫) আরভিটিসির সার্ভিস রুল নাই। গত ২৮.১২.২০১৩ তারিখে।

অনুষ্ঠিত আরভিটিসি'র বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট-এর ৪৪তম সভায় আরভিটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি (প্রতি বছরের জন্য একটি মূল বেতন হিসাবে) অনুমোদিত হয় যা বাডাস ন্যাশনাল কাউন্সিল-এর ৬৩০তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

তাং-২২.০৯.১৮ইং